সস্তা স্লোগানধর্মী বিবৃতি শিক্ষক সমাজের মর্যাদা বাড়ায় না ঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

’অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলার ঘটনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে’ বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১০ জন শিক্ষকের যে বিবৃতি গত শনিবার কিছুসংখ্যক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বিভ্রান্তিকর। ড. হুমায়ুন আজাদকে হত্যা প্রচে-ষ্টার ন্যক্কারজনক ঘটনার পর থেকে স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে যে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ সমাবেশ ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ দেশের সর্বত্র এমনকি দেশের বাইরেও সংগঠিত হয়েছে তা সমাজের জন্য, দেশের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত। অন্ধকার থেকে অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত আততায়ীরা আঘাত হানার পর যখন ছাত্র-যুবক-জনগণ তার প্রতিবাদে রাজপথে বেরিয়ে আসে তখন তা স্বাভাবিকভাবেই আলোর পথে এগিয়ে যায়। হুমায়ুন আজাদ প্রগতিশীলতার প্রতীক, মুক্ত চিন্তার প্রতীক, আধুনিকতার প্রতীক, অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক, মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতীক, সকল অশুভের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রতীক। নবতর সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক চেতনাসমৃদ্ধ তার সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর কারণেই হয়তো তার ওপর আজ এই নৃশংস আক্রমণ এবং হত্যা প্রচেষ্টা। তর্কে-বিতর্কে আলোচনা-সমালোচনায় অতিআগ্রহী, মনেপ্রাণে সদানবীন এই প্রবীণ অধ্যাপকের ওপর এভাবে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে আক্রমণ হবে তা ছিল আমাদের কাছে অকল্পনীয়। যে বইমেলায় তিনি প্রতিদিন যেতেন, বইয়ের স্টলে বসে অসংখ্য অটোগ্রাফ দিতেন, তার ভক্ত পাঠকদের এবং বলতেন *’প্রতিদিন মেলায় আসি মানুষ দেখার জন্য, মানুষ দেখতে ভালো লাগে, মেলায় প্রচুর*

মানুষ আসছে, মেলায় প্রচুর মানুষ বই কিনছে, এটি দেখতে ভালো লাগে এবং সেজন্যই প্রতিদিন মেলায় আসি।'

এই মানুষরা হুমায়ুন আজাদকে মারতে পারে না। কখনই মারতে পারে না। যারা তাকে আঘাত করেছে- যারা এই সুপণ্ডিত মেধাবী অধ্যাপককে রাতের অন্ধকারে আঘাত করেছে তারা মানুষ নামের কলঙ্ক, তারা অমানুষ, তারা অন্ধকারের জীব। এই অন্ধকারের জীবদের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী, যুবক-যুবতীসহ সকল পেশাজীবী সংগঠন তথা দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করবে, প্রতিবাদ করবে, তাদের নির্মূল করবে, এটা শুধু কাম্যই নয়, এটা যে কোনো সভ্য সমাজের ন্যূনতম বাধ্যবাধকতা। এটা যদি না ঘটে তাহলে কোন পর্যায়ের সভ্য সমাজে আমরা বসবাস করছি, তা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ও দেশের বিভিন্ন স্থানে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের ওপর আক্রমণের ঘটনা যে প্রভাব ফেলেছে তা জনগণের ওপর আস্থা আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। যারা হয়তো কখনো হুমায়ুন আজদকে দেখেননি, তার সঙ্গে কথা বলেননি এমন বহুলোক পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাপ্ত থেকে টেলিফোন এবং ই-মেইলে হুমায়ুন আজাদের সর্বশেষ অবস্থা জানার জন্য আমাদের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ করে চলেছেন। এমন পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় অতি স্বাভাবিক এবং শিক্ষক সমাজের একশ ভাগ ঐকমত্যের ভিত্তিতেই গৃহীত। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির জরুরি সাধারণ সভায় যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা সর্বসম্মতভাবেই গৃহীত হয়। এখানে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং তাদের বিচার প্রক্রিয়া শুরুর দাবি জানানো হয়। এছাড়া গুরুতর আহত মরণাপন্ন হুমায়ুন আজাদের বিশ্বমানের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে অবিলম্বে বিদেশে প্রেরণের দাবি জানানো হয়। এই দাবি না মানা পর্যন্ত এই জঘন্য ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকগণ কর্মবিরতি পালন করবেন ও প্রতীকী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে।

৪১০ জন শিক্ষকের যে বিবৃতির কথা সূচনাতে উল্লেখ করা হয়েছে সে বিবৃতিটিই আসলে 'রাজনৈতিক' বিবৃতি। হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলার ঘটনাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার না করার কথাবলে তারা যা বিবৃত করেছেন, তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই করেছেন বলে মনে হয়। প্রশাসনিক চাপ প্রয়োগ করে, অবসরপ্রাপ্ত এবং বিদেশে অবস্থানরত শিক্ষকদের নাম তালিকাভুক্ত করে, একই নাম একাধিকবার ব্যবহার করে এ ধরনের নামের তালিকা হয়তো দেওয়া যায়, কিন্তু এ ধরনের সস্তা স্লোগানধর্মী বিবৃতি শিক্ষক সমাজের মানমর্যাদা বাড়ায় না।

তথ্যকে যখন অবরুদ্ধ করে রাখা হয়, যখন সমাজে ইনফরমেশন ব্লাকআউট ঘটানো হয় তখন গুজবের সঞ্চারণশীলতা বেড়ে যায়। এটা তথ্যেরই একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। হুমায়ুন আজাদের হত্যা প্রচেষ্টার ঘটনার পর থেকে তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ না করা এবং কাউকে দেখতে না দেওয়া, কাউকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে প্রবেশাধিকার না দেওয়া-এতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে গুজব ছড়িয়ে পড়ে এবং তা অতি স্বাভাবিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময় আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ থেকে নিয়মিত হেলথ বুলেটিন প্রকাশের যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা প্রশংসনীয় তারপর থেকে গুজবের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষকদের কর্মবিরতি যে কোনো মুহূর্তে প্রত্যাহৃত হতে পারে কিন্তু সে জন্য প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা এবং প্রশাসনের সহযোগিতা। ঘটনা তদন্ত শুরুর আগেই সরকার প্রধানের পক্ষ থেকে কোনো রাজনৈতিক দলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ঘটনাটিকে রাজনীতিকীকরণ ঘটায় নাকি ঘটনার প্রতিবাদ করা রাজনীতিকীকরণ তা দেশের সচেতন নাগরিকের বিবেচ্য বিষয়। আমরা এ মুহূর্তে শুধু এটুকুই কামনা করি এবং সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই, যেন অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের ঘাতকদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে বিচারে সোপর্দ করা হয় ও তার বিশ্বমানের চিকিৎসা অনতিবিলম্বে নিশ্চিত করা হয়। কোনো সমাজ যদি তার শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয় তবে সে সমাজে আর

প্রাণময়তা বলে কিছু থাকে না সজীবতা বলে কিছু থাকে না, থাকে না গতিশীলতা ও হৃদস্পন্দন। আমরা এ অবস্থা চাই না বলেই আজকে ঘটনার প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা একটি অবস্থান নিয়েছি। এই আক্রমণ ব্যক্তি হুমায়ুন আজাদের ওপর নয়, এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৪০০ শিক্ষকের ওপর আক্রমণ। এটি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর আক্রমণ নয়, এটি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ৫ হাজার শিক্ষকের ওপর আক্রমণ, এটি শুধু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের ওপর আক্রমণ নয়, এটি বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কর্মরত লক্ষাধিক শিক্ষকের ওপর আক্রমণ। এভাবেই আমরা বিষয়টিকে দেখতে চাই। সারা দেশবাসীই বিষয়টিকে সেভাবেই দেখছেন এবং পরিস্থিতির গুরুত্বানুযায়ী সময়োপযোগী প্রতিবাদ করছেন, বিক্ষোভ করছেন, দাবি জানাচ্ছে এবং হুমায়ুন আজাদের পরিবারের সঙ্গে সমবেদনা ও একাত্মতা প্রকাশ করছেন। শিক্ষক সমিতির সদস্যদের শান্তিপূর্ণ প্রতীক অনশন কর্মসূচি চলাকালে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারের আড়ালে ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা (যাদের কথাবার্তায় ও আচরণে বহিরাগত বলেই অনুমিত হয়) যে অশোভন ও অশালীন উক্তি ও মন্তব্য করেছে তা নিন্দারও অযোগ্য। সেখান থেকে ভুল বাংলায়, অশুদ্ধ উচ্চরণে যে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছিল, তারই পরিশ্রুত সংস্করণ বিভিন্নভাবে বিবৃতি-বক্তব্য আকারে প্রচারিত হবে-তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে, ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার স্বার্থে, মুক্তচিন্তার চেতনার অধিকারের স্বার্থে আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যক্রম চালিয়ে নেতে হবে। এখানে ঐক্যভঙ্গের কোনো সুযোগে নেই। আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে যদি আমরা পিছপা হই, তবে তার দায়ভার আমাদেরকেই বহন করতে হবে। আমি অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি আমি ঐকান্তিকভাবে আশা করি যে দেশের এই শক্তিশালী প্রতিবাদী বলিষ্ঠ লেখকের কলম এভাবে স্তব্ধ করা যায় না-যাবে না। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ অতিশিগগিরই তার স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরে আসবেন এবং দেশের জনমানসিকতাকে সচেতন ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তার ভূমিকা আরো

জোরদার করবেন। এটি তার সহকর্মী হিসেবে আমাদের সকলের দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস।

অনুলিখন ঃ রাশিদুল হাসান।

Source: http://www.bhorerkagoj.net/archive/04_03_07/news_0_5.php